উপেক্ষিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথা

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বসবাসকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার- সংক্ষেপ

এই গবেষণা প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাঁটাতারের ভেতরে বসবাসরত ২৮৬০ টি স্থানীয় পরিবারের সম্মুখীন হওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। কাঁটাতারের ভেতরে বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার (রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়) মাত্র ১.৫%। এই গবেষণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোস্ট ফাউন্ডেশন স্থানীয়দের বিভিন্ন দুঃখ, দুর্দশা, প্রতিবন্ধকতাসহ নানা প্রতিকূলতার বিষয় তুলে ধরছে, যাতে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বসবাসরত উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহাবস্থান এবং মানবিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কর্মসূচি নেওয়া যায়।

গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণায় গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। গুণগত তথ্যের জন্য, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে ১৬২টি কেআইআই (কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ) করা হয়েছে এবং ক্যাম্পের ভিতরে বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাদেশী নাগরিকদের সাথে ১০টি এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ আলোচনা) করা হয়। সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০০ জন কর্মী ৩৩টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একযোগে কাজ করে।

এই গবেষণার শুরুতে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বসবাসরত মোট বাংলাদেশী পরিবার এবং জনসংখ্যা জানতে কোস্ট ফাউন্ডেশন সরকারি অফিস এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে, কিন্তু এই ধরনের সঠিক এবং সরকারি কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে কোস্ট ফাউন্ডেশন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে ৩৩টি রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে সরাসরি জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্য সংগ্রহকারীরা সকল ক্যাম্প ইনচার্জ অফিসের সাথে যোগাযোগ করে মোট পরিবার এবং জনসংখ্যার তথ্য পায়। পরবর্তিতে কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য ক্যাম্প ইনচার্জ অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়, এবং তথ্যের নির্ভুলতার হার ৯৫% পাওয়া যায়।

গবেষণার ফলাফলসমূহ: ২৮৬০ টি বাংলাদেশী পরিবার ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, যা তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সার্বিক মঙ্গলের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। পরিবারগুলোতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে, ৫১% পুরুষ এবং ৪৯% মহিলা। ১৮ বছরের উপরে ৭,৪৪৫ বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রায় ৮০% তাদের জাতীয় পরিচয় পত্র পেয়েছেন এবং বাকি ২০% এটি পাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই জনসংখ্যার প্রায় ৮৫৯ জন (৩০%) দিনমজুর, যাদের প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গা দিনমজুরদের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। কারণ রোহিঙ্গা দিনমজুররা স্থানীয় দিনমজুরদের চেয়েও কম মজুরিতে কাজ করে। সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, মাত্র ৬ (০%) জন সরকারি চাকরি, ৪২১ (১৫%) জন ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ৭৯৫ (২৮%) জন অন্যান্য পেশায় যুক্ত আছেন। অন্যান্য পেশা বলতে এখানে বিশেষ করে বিভিন্ন কারিগরী পেশাকে বুঝানো হয়েছে (যেমন-কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি ইত্যাদি)।

শিক্ষার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ২৩০১ জন ছাত্রছাত্রী প্রাইমারি স্কুলে, ১০৫৯ জন মাধ্যমিক পর্যায়, ৩০১ জন উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১০৯ জন স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ালেখা করছে। এছাড়া সামগ্রিক শিক্ষার হার ২৫%। এই হার তাদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

ত্রাণ সহায়তা প্রাপ্তির তথ্য জানতে গিয়ে সমীক্ষায় পাওয়া গিয়েছে, এই পর্যন্ত ৪২৪ (১৫%) টি পরিবার বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ সহায়তা পেয়েছেন, ২৩৭৬ (৮৫%) টি পরিবার কোনও ত্রাণ সহায়তা পাননি। ত্রাণ সহায়তা প্রাপ্ত ৪২৪টি পরিবারের মধ্যে ৯৬ (২৩%) টি পরিবার জানিয়েছেন তারা নিয়মিত ত্রাণ সহায়তা পেয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে ৩২৮ (৭৭%) টি পরিবার অনিয়মিতভাবে এটি পাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গ্রুপের দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের কারণে স্থানীয়রা নিরাপত্তা বিষয়ে সংকিত, যা উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতে অন্যতম বাধা। অভিভাবকরা

নিরাপত্তার উদ্বেগের কারণে শিশুদের একা স্কুলে যেতে দিতে ভয় পান, এবং ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। এমনকি জরুরি পরিস্থিতিতেও স্থানীয়রা বাড়ি থেকে বের হতে ভয় পান। নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকাতে মানুষজন তাদের কৃষিজমিতে যেতে শঙ্কাবোধ করেন এবং রাতে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কারণে স্থানীয়দের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এটি দূরীকরণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে। স্থানীয়দের ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া এবং প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, এমনকি তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদর্শনের পরেও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বলে জানিয়েছেন জরিপে অংশ নেওয়া অনেকাংশ।

ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যান চলাচলের অনুমতি না থাকায় স্থানীয়দের জরুরি প্রয়োজনে মারাত্মক দুর্ভোগে পড়তে হয়। এছাড়া সিএনজি চালিত মটরযান, বিদ্যুৎচালিত যানের মালিকদের ক্যাম্পের ভেতরে তাদের নিজেদের বাড়ির আঙিনায় পার্কিংয়ের অনুমতি না থাকায় বাড়তি টাকা খরচ করতে হচ্ছে, যা তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিবাহের কারণে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের ঘটনা ঘটছে। এই ধরনের ঘটনা তরুণদের মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে এবং বড় ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ঝুঁকি তৈরি করছে। ক্যাম্পের সার্বিক পরিস্থিতি এবং যান চলাচলের প্রতিবন্ধকতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বিয়ের উপযুক্ত নারীদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে না এবং তা অভিভাবকদের মধ্যে চরম হতাশা তৈরি করছে। দীর্ঘ সময় উভয় জনগোষ্ঠী পাশাপাশি বসবাস করার কারণে স্থানীয়দের মধ্যে একধরণের ভাষাগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থানীয় শিশুরা রোহিঙ্গা শিশুদের কাছ থেকে বিভিন্ন খারাপ শব্দ শিখছে এবং তা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এটি আমাদের বাঙালী সংস্কৃতি এবং পরিচয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ক্যাম্পের বর্জ্য স্থানীয় পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। এইসব বর্জ্য ক্যাম্পের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে থাকা ছোট খাল বা ছড়ায় গিয়ে পড়ছে এবং এতে করে ছোট পরিসরের মাছ ধরা এবং বিশুদ্ধ পানি পাওয়ার সুযোগকে নষ্ট করেছে। বর্জ্যের কারণে অনেক কৃষি জমি ব্যবহার অনুপযোগী হয়েছে। গবাদি পশু চুরির মত ঘটনা ঘটছে নিয়মিত এবং তা স্থানীয়দের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি থাকায় স্থানীয়রা পরিবারকে একা রেখে কাজের সন্ধানে অন্যত্র যেতে পারে না, যা তাদের উপার্জনের পথ সংকুচিত করছে।

সুপারিশসমূহ: ক্যাম্পের ভেতরে বসবাসরত স্থানীয়দের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা বা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন পরিষদ, ক্যাম্প ইনচার্জ, আরআরআরসি, আইএনজিও, ইউএন এবং আইএসসিজি কাছ থেকে বেশ কিছু সুপারিশ পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে, এই পরামর্শগুলির মধ্যে রয়েছে- প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা, ক্যাম্পের ভেতরে বসবাসকারী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল স্থানীয় পরিবারগুলিকে ছোট আকারের ত্রাণ নিয়মিত সরবরাহ করা। রোহিঙ্গা মানবিক কর্মসূচি এবং সবার প্রতি সহনশীল এবং সমান আচরণের বিষয়ে নবনিযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সচেতন বা প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ক্যাম্প এলাকায় এবং বাইরে ঝামেলা-মুক্ত চলাচলের সুবিধার্তে প্রতিটি চেকপয়েন্টে ক্যাম্পের ভেতরের স্থানীয় মানুষের তথ্যভাণ্ডার রাখা। স্কুলগামী শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবহন সহায়তা প্রদান করা। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে আইন রক্ষাকারী সংস্থার নজরদারি ও টহল বৃদ্ধি করা। ক্যাম্পের অভ্যন্তরের হাসপাতালগুলোতে স্থানীয়দের চিকিৎসা সেবা প্রদানে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা, যেমন-স্থানীয়দের জন্য ক্যাম্প হাসপাতালে একটি আলাদা লাইন বা বিভাগ বরাদ্দ করা। রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে কাজের বা চাকরির অনুপাত সর্বাধিক করার জন্য দাতাসংস্থাগুলির সাথে অ্যাডভোকেসি করা। ক্যাম্পে পলিথিন ব্যবহার বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন প্রকল্প তৈরির সময় সামাজিক সম্প্রীতি এবং সহাবস্থান বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

স্বাধীনভাবে চলাচলে বাধা: নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন

আমি ইয়াসমিন আক্তার, বয়স ২৫ বছর (আসল নাম গোপন রাখা হয়েছে), বালুখালীর ক্যাম্প ৮ ইস্টে থাকি। আমরা ক্যাম্পের কাঁটাতারের ভেতরে বাস করি। ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া এবং প্রবেশের সময় আমরা ক্রমাগত সমস্যা এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হই। এমনকি গুরুতর জরুরি পরিস্থিতিতেও কর্তৃপক্ষ যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি দেয় না। আমি একটি চরম খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। আমি গর্ভবতী ছিলাম এবং যখন আমার প্রসব বেদনা উঠে, আমার পরিবার আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যাম্পের ভেতরে গাড়ি আনতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তার অনুমতি দেয়নি, এবং আমাকে হেঁটে ক্যাম্প এলাকা থেকে বের হতে হয়েছিল। আমি যখন হাসপাতাল হতে বাসায় ফিরি তখনও আমাকে আমার বাচ্চাসহ হেঁটে ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হয়েছিল। আমরা যখন জরুরি প্রয়োজনে যানবাহন চলাচলের অনুমতি প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।